সংবাদ

তারিখ ২২ JUN 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

পাবনা জেলা প্রশাসক ও দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনা জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রস্তাবিত শেখ রাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মোল্লা কফিল উদ্দিন এবং শহীদ এম. মনসুর আলী কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে জনগণ কর্তৃক আনীত দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে দুদক। বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে জানিয়েছেন দুদক কমিশনার শাহাবুদ্দিন চুপ্পু।

পাবনার বর্তমান জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তার দফতরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ পাবনা: পৃষ্ঠা: ২ ক: ৮

পাবনা : জেলা প্রশাসক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নিয়েছেন। অপর অভিযোগ, তিনি ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর রেল লাইনের হুকুমদখল করা জমির ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করার সময় জনগণকে হয়রানি করছেন এবং উৎকোচ নিয়েছেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির পৃথক তদন্ত করছেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) অশোক কুমার বিশ্বাস। রেলের জমি হুকুমদখলের সময় জেলা প্রশাসক জমির মালিকদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করার সময় ১০ শতাংশ হারে ঘুষ নিয়েছেন। এমন অভিযোগ করা হয়েছে। অশোক কুমার বিশ্বাস জানান, উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে তিনি ৩১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। সাক্ষ্য নেয়া হয় পাবনা সার্কিট হাউজে। এ নিয়েও জনগণের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারীরা স্ব স্ব মৌজায় সাক্ষ্য গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করবেন বলে জানিয়েছেন।

উচ্চ শিক্ষার নামে ব্যবসার মাধ্যমে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে তদন্ত হচ্ছে প্রস্তাবিত শেখ রাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বঘোষিত চেয়ারম্যান মোল্লা কফিল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ভুয়া বিএড কলেজ, মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, কারিগরি কলেজসহ মোট ১২টি প্রতিষ্ঠান খুলে জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করে কোটি টাকা আয় করেছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। এছাড়া পাবনা শহীদ এম. মনসুর আলী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি কলেজের অর্থ নয়-ছয় করেছেন। আলাদা একাউন্ট খুলে কলেজের টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

দুদক-এর পরিচালক তাওহিদুর রহমান ও পরিচালক আবু তোরাব এবং উপ-পরিচালক জাহিদ হোসেন গত দুদিন দু'দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সংশ্লিষ্টদের। পাবনার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, বর্তমান সরকার বহু উন্নয়নমূলক কাজ করার পরও দুর্নাম কুড়াচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা এবং কলেজের টাকা আত্মসাৎ করার মতো ঘটনা দুঃখজনক। সরকার পাবনা জেলা তথা উত্তরাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পাবনা-ঢালারচর হয়ে পাবনা রেল লাইন করছে। আর জেলা প্রশাসন সেখান থেকে টু-পাইস কামিয়ে নিয়ে হয়তো ভবিষ্যতে অন্যত্র বদলি হয়ে যাবেন। এতে ভালো কাজ করেও সরকার জনগণের কাছে খারাপ হচ্ছে। এসবের তদন্ত এবং বিচার হওয়া জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।